CMYK

কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

প্রয়াত অখিলেশ

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অখিলেশ দাশগুপ্ত বুধবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন।

আর্থিক লিপি *

দিগ্বিজয়ের আক্ষেপ

রাজ্যসভায় চেয়ারম্যানের রুলিং কেন্দ্র মেনে চলছে না। এই আক্ষেপ দিগ্বিজয় সিংয়ের। তিনি বলেন, তাঁর মোশনের জন্য সময় দেওয়া হল না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

www.facebook.com/arthiklipiepaper Kolkata Office : Ph : 033 2227 4528/47/48, Fax : 033 2227 5765, E-mail : lipinews4@gmail.com ১২ পাতা

Vol - XII, ISSUE - 115 কলকাতা ● বৃহস্পতিবার ● ৩০ চৈত্র, ১৪২৩ ● ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ ● KOLKATA ● THURSDAY ● APRIL 13, 2017 ₹ 3

মমতাকে খুনের ফতোয়া

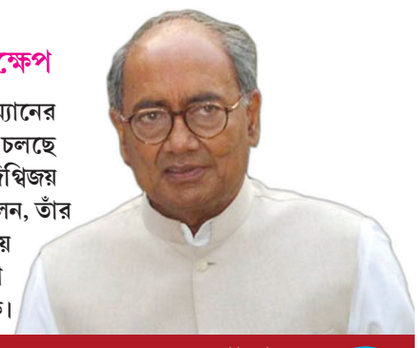

বিতর্কে বিজেপি যুবনেতা ● ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি/কলকাতা, ১২ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের ফতোয়া দিয়েছেন বিজেপির যুবনেতা আলিগড়ের যোগেশ ভার্সনে। বিজেপির এই যুব মোর্চা নেতা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মাথার দাম ১১ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে বুধবার সংসদ উত্তাল হয়ে ওঠে। তবে এই মন্তব্যের নিন্দা করেছেন রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। তিনি বলেছেন, রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সংসদে এ ব্যাপারে সরব হন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী জয়া বচ্চন এবং বিএসপি নেত্রী মায়াবতী। বিজেপির উদ্দেশে সাংসদ জয়া বচ্চন বলেন, আপনারা গরুকে রক্ষা করছেন, কিন্তু মহিলাদের বেলায় কী? এছাড়া লোকসভায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। রাজ্যসভায় ওই একই দাবি জানান সুখেন্দুশেখর রায়।

জানা যায়, মঙ্গলবার সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তী মিছিল ঘিরে উত্তেজনা থামাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বিজেপির যুব মোর্চা নেতা যোগেশ ভার্সনে বলেন, আমি ভিডিওটি দেখেছিলাম। তখনই বলেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা কেউ এনে দিতে পারলে আমি তাকে ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব। পুলিশ নৃশংস্যভাবে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে অত্যাচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিজেপির যুব মোর্চা নেতার এই হুমকি মন্তব্যের রেশ এদিন আছড়ে পড়ে সংসদে। শাসক ও বিরোধীরা এক সুরে এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। জবাবে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্যের কড়া নিন্দা করে কেন্দ্র জানিয়ে দিয়েছে, চাইলে অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এদিন উভয় কক্ষে বিষয়টি উত্থাপন করেন তৃণমূল সাংসদরা। তাদের সমর্থন করে সব রাজনৈতিক দলগুলি। রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে যোগেশের মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপির এক যুব নেতা প্রকাশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ‘শয়তান’ বলে কটাক্ষ করে তাঁর মাথার ওপর ১১ লক্ষ টাকা ঘোষণা করে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন। রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় প্রশ্ন তোলেন, কী করে একজন সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত নেত্রীর সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করা যায়? তাঁর অভিযোগ, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়গুলির মাধ্যমে রাজ্যে কায়েমি সন্ত্রাসরাজ তৈরি করছে কেন্দ্র।

বিজেপির যুব মোর্চা নেতা যোগেশ ভার্সনে

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি জবাব দিতে উঠে বলেন, কেন্দ্র এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে। রাজ্য সরকার এই ইস্যুতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পি জে কুরিয়ন একই কথা বলেন। তিনি জানান, এ ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের হওয়া উচিত। আইন আইনের পথে চলবে। বিষয়টি নিয়ে সরব হন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী জয়া বচ্চন এবং বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মায়াবতী বলেন, শুধু নিন্দা না করে বিজেপির উচিত ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কংগ্রেস, বাম ও সমাজবাদী পার্টি তৃণমূলকে সমর্থন করে এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। তবে বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় পাল্টা বিরোধীদের আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, তিনিও একজন মহিলা। পুলিশের সামনে তৃণমূলের ১৭ জন গুণ্ডার হাতে তাঁকে মার খেতে হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জবাব দাবি করেন।

লোকসভায় ইস্যুটি নিয়ে সরব হন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীই নন, এই কক্ষের প্রাক্তন সদস্যও বটে। তাঁর মতে, এই ধরনের ব্যবহার অত্যন্ত ভয়ংকর। সংসদের তরফে নিন্দা প্রকাশ করার দাবি তোলেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে জানান, এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। কোথাও ঘটা উচিত নয়। সরকারের তরফে এক কঠোর বার্তা পাঠানো উচিত, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ব্যবহার আর কেউ না করে। জবাবে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অনন্ত কুমার বলেন, তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর যোগ্য সম্মান প্রাপ্য। আমরা যোগেশ ভার্সনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি।

স্পিকার সুমিত্রা মহাজন বলেন, সাম্প্রতিক অতীতে রাজনৈতিক মহলে এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এই পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে সকলের এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কৈলাশ বিজয়বর্গীয় এক বিবৃতিতে এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা এই ধরনের কোনও মন্তব্য সমর্থন করি না। তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে মমতাজির বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু আমরা হিংসা সমর্থন করি না। দল এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে। বিজেপির যুব মোর্চা নেতার এই ধরনের মন্তব্যের নিন্দা করেছেন রাজ্যের বিদ্বজ্জনেরাও।

- উত্তাল সংসদ।
- নিন্দায় সরব জয়া, মায়াবতী, সৌগত।
- কেন্দ্র এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে : আব্বাস নাকভি।
- এ ধরনের মন্তব্যের নিন্দা করি : কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

১ মে থেকে রোজ পাল্টাতে পারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম

আপাতত লাগু নয় কলকাতায়

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : আগামী ১ মে থেকে প্রতিদিনই পেট্রোল বা ডিজেল কিনতে দিতে হতে পারে আলাদা দাম। সৌজন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির নতুন প্রকল্প। যা মে মাসের প্রথম দিন থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই দেশব্যাপী বলবৎ হবে। এই পরিকল্পনায় শামিল হয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল)। প্রসঙ্গত, এ দেশে তেলের বাজারে ৯৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে উক্ত তিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। দেশজুড়ে তাদের প্রায় ৫৮ হাজার পেট্রোল পাম্প রয়েছে। জানা গিয়েছে, ১ মে থেকে পাঁচটি শহরে নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হবে। এরপর তা ধাপে ধাপে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তেল সংস্থাগুলির। পাইলট প্রোজেক্টের জন্য যে পাঁচ শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল-দক্ষিণ ভারতের পুদুচেরি ও ভাইজ্যাক, পশ্চিমে উদয়পুর, পূর্বে জামশেদপুর এবং উত্তর ভারতে চণ্ডীগড়। আইওসির চেয়ারম্যান বি অশোক জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে ওঠা-নামার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনই বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে কম-বেশি ফারাক তৈরি হয়। যার প্রভাব পড়ে খোলা বাজারে বিক্রি হওয়া পেট্রোল-ডিজেলের ওপর। যেহেতু ভারতকে অভ্যন্তরীণ চাহিদার অধিকাংশই পূরণ করতে হয় আমদানি করা তেলের মাধ্যমে, তাই দামের সামান্য ওঠাপড়ার প্রভাব পড়ে তেল সংস্থাগুলির ওপর। আচমকা পেট্রোল- ডিজেলের দাম বাড়লে খোলা বাজারে তার মূল্য একই থাকে। কারণ তাৎক্ষণিকভাবে দাম বাড়া-কমার কোনও ব্যবস্থা এখনও ভারতীয় পেট্রোপণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। অশোকের বক্তব্য, নতুন নীতিতে বাজার ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা বলবৎ হবে। সারা দেশের পেট্রোল পাম্পগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যের ওঠাপড়ার হিসেবে গ্রাহকদের কাছ থেকে দাম নেবে। যদি বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়ে, তাহলে দেশের খোলা বাজারেও তার দাম বাড়বে। যদি উল্টোটা হয় তবে দাম কমবে। বর্তমানে দাম বাড়া-কমার বিষয়টি স্থির করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি। এ জন্য প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখকে ভিত্তি ধরে গড় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে, তেল সংস্থাগুলির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়া-কমার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয় জড়িত। সাধারণত বিদেশ থেকে তেল আমদানি করলে তার দাম নয়াদিল্লিকে পরিশোধ করতে হয় ডলারে। গত কয়েক মাস ধরে টাকা ও ডলারের দামে যে ফারাক তৈরি হয়েছে, তার ফলে তেলের দাম পরিশোধের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই চাপে পড়তে হয়েছে ভারতকে। কিন্তু প্রতিদিন দাম নির্ধারিত হলে সেই সমস্যা আর থাকবে না। আইওসি চেয়ারম্যানের মতে, পরিকল্পনাটি কার্যকর হলে তা তেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে আসবে।

২০১০-এর জুন থেকে প্রথম পেট্রোলের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৪-র অক্টোবরে এই নীতি কার্যকর করা হয় ডিজেলের ক্ষেত্রে। এর ফলে তেল সংস্থাগুলি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পায়। ২০১০-এর আগে তেলের দাম বাড়া-কমার বিষয়টি ঠিক করত কেন্দ্রীয় সরকার। দেখা গেছে, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তা বাড়ানো সম্ভব হত না। লক্ষণীয় বিষয় হল তিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জ্বালানির দামে সামান্য হলেও তফাৎ রয়েছে।

দিল্লি শহরে পেট্রোলের দাম লক্ষ করলে দেখা যাবে, আইওসির পাম্পগুলিতে এক লিটার পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ৬৬.২৯ টাকা দরে। বিপিসিএল ও এইচপিসিএল-এর ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৬৬.৩৭ টাকা ও ৬৬.৪৮ টাকা প্রতি লিটার। ডিজেলের দামেও তিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে ফারাক রয়েছে। আইওসি, বিপিসিএল ও এইচপিসিএলের পাম্পগুলি যথাক্রমে লিটার প্রতি ৫৫.৬১ টাকা, ৫৫.৬৬ টাকা ও ৫৫.৬৯ টাকা দরে ডিজেল বিক্রি করে। গত এপ্রিল মাসে শেষবার তেলের দাম মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তার জেরে পেট্রোল লিটার প্রতি ৩.৭৭ টাকা ও ডিজেল ২.৯১ টাকা কমে।

উপনির্বাচন

মালাপ্পুরম, ১২ এপ্রিল : **শ্রীনগর লোকসভা নির্বাচনে বেনজির হিংসার সাক্ষী হয়েছিল গোটা দেশ। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই কেরলে মালাপ্পুরম লোকসভা আসনে তার বিপরীত ছবিই ধরা পড়ল। ১৩ লক্ষ ভোটারের এই আসনে বুধবার বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় ৪৩ শতাংশ। বিভিন্ন বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে ১,১৭৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন পি আহমেদ। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুর পর মালাপ্পুরমে উপনির্বাচনের কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এবারের ভোটে লড়াই হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক পি কে খুনহালিকুট্টির সঙ্গে ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক এম বি ফয়জালের। এছাড়া এই আসনে বিজেপি প্রার্থী এন শ্রীপ্রকাশ। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে সুমিত্রা রাইকে। নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছিল কমিশন। মোতায়েন করা হয়েছিল সিকিম সশস্ত্র পুলিশের বাহিনীকে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রয়াত ই আহমেদ এই আসনে প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন।**

আমাকে চমকে লাভ হবে না : মুখ্যমন্ত্রী

চন্দ্রজিৎ মজুমদার ● মুর্শিদাবাদ

নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ডোমকলের এক জনসভায় তিনি বলেন, যতই চক্রান্ত করুন, কিছুই হবে না। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘কে কী খাবে, সেটা তার ব্যাপার। সেটা তুমি ঠিক করার কে? এতে কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।’ তাঁর কথায়, আমাকে যত গালাগালি করো, আমি বলি ঈশ্বর-আল্লাহ ওদের ক্ষমা করো। পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দেন, আমাকে চমকে লাভ হবে না। ওরা যত আসবে, আমরা তত এগোব। ‘সারে জঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা’। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। আমরাই পথ দেখাব অপর রাজ্যগুলিকে। আমরা বাংলার পর বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব হয়ে একদিন দিল্লি পৌঁছব। আমরা দাঙ্গা করি না, যে কোনও মূল্যে দাঙ্গা রুখব বলে তিনি কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন। ডোমকল স্টেডিয়াম মাঠের এই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, রাজ্যের পাওনা ৭০০ কোটি টাকা দেয়নি কেন্দ্র, গঙ্গা ভাঙন রোধে টাকা দেয়নি কেন্দ্র, ইন্টারনেটে টাকা দিয়ে মিথ্যা প্রচার হচ্ছে। তিনি চান আম্বেদকরের জন্মদিন পালন হোক সর্বত্র। তিনি নাম না করে বলেন, ওরা আমাদের পাওনা টাকা দেয়নি। অথচ প্রতি বছর সুদ বাবদ ৪০ হাজার কোটি টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে তার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ডোমকলে ৩টি মাল্টি স্পেশাল হাসপাতাল হয়েছে, ৮টি মডেল স্কুল হয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ তৈরি হচ্ছে, বেলডাঙায় তৈরি হচ্ছে বিশেষ হাব, তৈরি হয়েছে কান্দি মাস্টার প্ল্যান। এদিনের সভায় তিনি বলেন, বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করলে রাজ্যের মানুষ যোগ্য জবাব দেবে। রামনবমীতে অস্ত্র হাতে মিছিল আগে তো হয়নি, এখন কেন হবে? আসলে ওরা রাজ্যে দাঙ্গা বাধাতে চায়। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাঁর আহ্বান, কোনও অপপ্রচারে কান দেবেন না, এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন।

ডোমকলের জনসভায় মমতা। -নিজস্ব চিত্র

সুষমার গর্জনে নরম পাকিস্তান

কুলভূষণ ইস্যুতে রফাসূত্রের খোঁজে ইসলামাবাদ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : কুলভূষণ যাদবের সাজা কার্যকর হলে তার ফল ভাল হবে না। মঙ্গলবার সংসদে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুর নরম করার ইঙ্গিত এল সীমান্তপার থেকে। বুধবার পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নাসির জানজুয়া বলেন, দুই প্রতিবেশীর মধ্যে অন্তহীন শত্রুতা কখনোই চলতে পারে না। দু’পক্ষেরই উচিত এ বিষয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রাক্তন ভারতীয় সেনাকর্মীর মৃত্যুদণ্ডকে কেন্দ্র করে দু’দেশের মধ্যে চাপান-উতোর তৈরি হয়েছে, তাতে যথেষ্টই চাপে পাক সরকার। নয়াদিল্লি যেভাবে ইসলামাবাদকে সতর্ক করেছে, সেই ধরনের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে সামনে আসেনি। সেই কারণে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে নওয়াজ শরিফের সরকার। এদিন কানাডার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানজুয়া অবশ্য কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলতে ভোলেননি। তিনি বলেন, সব সময় ভারত প্রমাণ করার চেষ্টা করে কাশ্মীর একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়। অথচ এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জটিল হয়েছে। দু’দেশের উচিত কাশ্মীর সহ সমস্ত মতবিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনায় বসা। শুধুমাত্র সামরিক শক্তি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জানিয়েছেন।

স্থূল মহিলার তকমা খোয়ালেন এমা আহমেদ, সৌজন্যে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : কয়েক মাস আগেও বিশ্বের স্থূল মহিলার তকমা ছিল তাঁর দখলে। ওজন প্রায় ৫০০ কেজি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নড়াচড়াও করতে পারতেন না অন্যের সাহায্য ছাড়া। তাঁকে বিছানা থেকে নড়ানো পরিবারের সদস্যদের কাছে ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু একমাসেই বদলে গেছে ছবিটা। বিশ্বের প্রাক্তন স্থূল মহিলা এমা আহমেদের ওজন কমে হয়েছে ২৫০ কেজির কম। সৌজন্যে মুম্বইয়ের সিফি হাসপাতাল। মিশরীয় নাগরিক এমাকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে নিয়ে আসা হয়। ৭ মার্চ থেকে মুম্বইয়ের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। এক মাসেই তাঁর ২৪২ কেজি ওজন কমেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, এমার চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ লাগদাওয়ালা। মঙ্গলবার এমার ওজন আশ্চর্যজনকভাবে কমানোর স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে ম্যান অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার দিয়েছে একটি সংস্থা। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, এমাকে বর্তমানে ব্যারিয়াট্রিপ সার্জারি-স্লিভ গ্যাসট্রিটমির আওতায় রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁর ওজন কমানোর প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যেই তাঁর আকার ১৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। খাবারের চাহিদা কমেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। সিফি হাসপাতালের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে এমার ওজন আরও কমবে। তাঁকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, ১১ ফেব্রুয়ারি মুম্বই আসার পর থেকেই এমার খাদ্য তালিকায় কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। আপাতত তাঁকে তরল খাবার দেওয়া হচ্ছে। ডাঃ লাগদাওয়ালা জানিয়েছেন, সঠিক চিকিৎসা ও বিশেষ ধরনের খাবার এমাকে ২৪২ কেজি ওজন কমাতে সাহায্য করেছে। তাঁর ওজন যে এভাবে কমে যেতে পারে, তা আশা করেননি মিশরীয় তরুণীও। ওজন কমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। তাঁর হৃদযন্ত্র, কিডনি, ফুসফুস অনেক ভালভাবে কাজ করছে। ভারতে নিয়ে আসার আগেই তাঁর ডানদিক কার্যত অচল হয়ে গিয়েছিল। ব্রেন স্ট্রোকও হয়েছিল। এমা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনের দিকে ফিরতে শুরু করায় খুশি তাঁর পরিবার। তারা এ জন্য ভারতের চিকিৎসা পরিষেবাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

CMYK